সমরেশ মুখোপাধ্যায়

রসাতল

জলের দাগের নীচে চাপা পড়া সভ্যতার জেগে ওঠা দেখে, থেমে
থাকি... ভিতরে অগ্নি জ্বলে...
পথ খুঁজি পালিয়ে যাওয়ার... স্নানের সময় দেখি এইসব সংঘর্ষময়
তারাজন্ম তারামৃত্যু... প্রবল জলস্রোতে ধুয়ে যাওয়া স্মৃতি...

আশ্চর্য ছবির নীচে ঢাকা থাকে রূপকথা
হারানো শহর, হারানো জলের ঢেউ, অশ্রুকণা, আলো
বসতবাড়ির জমি ভেঙে যাওয়া বৃক্ষসকল...

জলের দাগের নীচে সব থাকে
সানাই মুখর সন্ধ্যা, শায়ক নদীর মতো
মৃত্যু, রসাতল!

তিলোত্তমা বসু

তেল

আয় আয় চৈ চৈ ডাকতে ডাকতে
বুলবুলিদিদি এক ঝাঁক হাঁসেদের সঙ্গে
ডুবে গেল বড়ো পুকুরের মিশকালো জলে
দিগন্ত তুলল হাই
সোনাব্যাঙ একটা বিকেল ধরে
গিলে নিল এক শ্লাফে
আমাকেও ফেলে চলে গেল ষোল বছর বয়স

জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যি কথা বলবার গল্প
শোনাতে শোনাতে
সব কিছু মিথ্যে করে দিয়ে চলে গেল বাবা
আমাকে হারিয়ে ফেলল চিঠিদের ভাইবোন আর
মাসিপিসি হাসিখুশিরাও

মা চলে গেল কোথায়...
কোথায়? কোথায়?

একা, গুটিশুটি নিজের বুকের মধ্যে বসে থাকি
আমাকে ফেলে এসেছি আমি
ঘাটে আঘাটায়, না-বোঝা শ্যাওলারঙে
কত যে ভুল করে ফেলায়

কবিতার নষ্ট জলে ভাসে তেল

সঞ্জয় মৌলিক

আত্মারাম

যতেক ফুলের সাজ খুলে রেখে তুমি জলে নেমেছ।
প্রাচীন বটের ছায়া ভেঙেচুরে দু-হাতে অসামান্য
ঢেউ তুলেছ তুমি।
ঝোপের আড়াল থেকে এইসব
দেখছি।

পুকুরপাড়ে বল কুড়াতে এসে খেলার প্রসঙ্গ
প্রায় ভুলতে বসেছি।

ওদিকে রেফারি বাঁশি দিচ্ছে।
আমার দু-পায়ে দুঃসহ ভার।
জলের ওপর থেকে চোখ সরছে না।

তুমি একেকবার ডুব দিয়ে মুঠোর মধ্যে তুলে আনছ মাছ।
তাদের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছ ডানা।
তারা রংবেরঙের পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

তুমি হাত বাড়িয়ে ঘাসের ওপর থেকে ফড়িং ধরছ।
তাদের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছ আঁশ।
মাছেরা লাফিয়ে পড়ছে জলে।

ঝোপের ভেতর থেকে তোমার কাণ্ড দেখছি।
পুকুরে ভাসছে বল
খেলা থেমে আছে।
রেফারির ঘন ঘন বাঁশি। বাতাসে তুমুল চিৎকার।

তবু পারব না, ওগো আমি পারব না, এখনই এখনই ফিরে যেতে।